Sangbad Online
সংবাদ
তারিখঃ ১৯-১২-২০২২ (পৃঃ০৫)

জিংক সমৃদ্ধি ধান আবাদ বাড়াতে ব্যাপক উদ্যোগ

প্রতিনিধি, কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ)

জিংক মানবদেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুপুষ্টি। রোগ প্রতিরোধের এই উপাদানটি আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য থেকেই পেয়ে থাকি। কিন্তু বর্তমানে আমরা প্রতিনিয়ত যে খাদ্য গ্রহণ করছি সেগুলো যথেষ্ট জিংকসমৃদ্ধ নয়। প্রতিদিনের খাবার থেকে মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ পূরণ হয়। তাও আবার সবার লাল মাংস, কলিজা, বাদাম, দুধ, ডিম, ডাল, চিংড়ি মাছ খাওয়া সবসময় সম্ভব হয় না। ফলে শরীরে ৫০ ভাগ জিংকের ঘাটতি থেকেই যায়। শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি ও মেধার বিকাশ ঠিকমত হয় না, কিশোরীরা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, নারীদের প্রজনন ক্ষমতা এবং বয়স্কদের কর্মক্ষমতা কমে যায়। এভাবে মানুষ প্রতিনিয়ত নানা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে থাকে। এ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হারভেস্টপ্লাসের সহযোগিতায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)' ডেলিভারি অব বায়োফার্টিফাইড জিংক রাইস ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ সদর ও কালীগঞ্জ উপজেলায় জিংক ধানের চাষ ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে চলেছে। সংস্থাটি জিংকসমৃদ্ধ ভাতের

নিশ্চয়তা প্রদানস্বরুপ জিংক ধান ব্রিধান ৭৪, ব্রিধান ৮৪, বঙ্গবন্ধু ১০০ চাষে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করতে এই দুই উপজেলায় প্রচার মাইক, লিফলেট বিতরন, ভিডিও প্রদর্শন, কৃষকদের নিয়ে প্রচার প্রচারণা চালনা, উঠোনসভা ও মাঠ সমাবেশ চালিয়ে যাচ্ছে। সংস্থাটির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, জিংক ধানের চাল অত্যন্ত সুসাদু। এ ধানের ফলনও ভালো। ইতোমধ্যে সংস্থাটি বোরো মৌসুমে এই ধানের চাষ ছড়িয়ে দিতে ঝিনাইদহ সদর ও কালীগঞ্জ উপজেলার কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ প্রদানসহ বেশ অনেকগুলো প্রদর্শনী প্লট দিয়েছে যেখানে, তাদের পক্ষ থেকে কৃষকদেরকে দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। সুবিধা বিবেচনায় জিংক ধানের চাষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে বলে সংস্থাটির বিশ্বাস।

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) : জমিতে জিংক ধান চাষে ব্যস্ত কৃষক —সংবাদ